22

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ১ ...

রশিদকে লইয়া এই কান্ড

আর কতকাল চলিবে?

রেজানুর রহমান॥ মাদ্রাসা শিক্ষা-বোর্ডের আলেম পরীক্ষায় দুইবার দ্বিতীয় বিভাগে পাস করার পরও মাদ্রাসার এক তরুণ ছাত্র তাহার সার্টিফিকেট পায় নাই। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণে এই তরুণের সার্টিফিকেট নিজের নামে চালাইয়া অন্য একজন মাদ্রাসায় চাকুরী করিতেছে। এই হতভাগ্য তরুণের নাম মোঃ আব্দুর রশিদ। পাবনা চাঁদভা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হইতে ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে পর পর দুইবার আলেম (সাধারণ বিভাগ) পরীক্ষায় অংশ নেয়। ১৯৯২ সালে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ রশিদকে জানায়, সে ফেল করিয়াছে। রশিদ এই কথা বিশ্বাস করিয়া ১৯৯৩ (**শেষ** পৃঃ দ্রঃ)

রশিদকে লইয়া

(১ম পৃঃ পর)

সালে পুনরায় পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইলে এইবারও তাহাকে অকৃতকার্য বলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে। রশিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় সে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানিতে পায় বোর্ডের ফলাফল শীটের সহিত মাদ্রাসার ফলাফল শীটের তেমন মিল নাই। বোর্ডের ফলাফল শীটে আব্দুর রশিদকে উভয় সনেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ দেখানো হইয়াছে। আবদুর রশিদের অভি-যোগ, চাঁদ ভা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল দুর্নীতির আশ্রয় নিয়া উভয় সনেই তাহাকে অকৃতকার্য দেখাইয়াছে। রশিদের ফলাফল ভোগের সুযোগ লাভ করিয়াছে আব্দুস শুকুর নামে অকৃতকার্য অন্য এক তরুণ। সে বর্তমানে এই সার্টিফিকেটের সুবাদে একটি মাদ্রাসায় চাকুরী করিতেছে।

আবদুর রশিদ একজন মজুরের সন্তান। সে চাঁদভা মাদ্রাসার বিভিন্ন অনিয়ম এবং তাহার উপর অন্যায়ের বিচার দাবী করিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর '৯৪ কেন্দ্র সচিব, ২৫শে আগষ্ট '৯৪ পরীক্ষানিয়ন্ত্রক, ২৪শে সেপ্টেম্বর '৯৪ টি এন ও পাবনার নিকট আবেদন করে। ইহার পর ৪ঠা এপ্রিল '৯৫ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকারের নিকট এবং ১৮ই মে পাবনা জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী, জেলা প্রশাসক-সহ অন্য সকলেই বিষয়টি 'দেখার জন্য' বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অথচ আবদুর রশিদ অদ্যাবধি তাহার ফলাফল পায় নাই। গত ২ বছর ধরিয়া পাবনা হইতে প্রায় প্রতি মাসেই সে ঢাকায় আসিয়া বোর্ডে ধরনা দিতেছে। তাহার কথায় বোর্ডের কেহই কর্ণপাত করিতেছে না।

এই ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, রশিদ নামে একজন ছাত্রের আবেদনপত্র আমাদের দফতরে রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিষয়টি দেখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।